দিনে শ্রাদ্ধ করিবে না। দ্বাদশী তিথিতে দিবানিদ্রা ও তুলসীচয়ন নিষিদ্ধ। দ্বাদশী তিথিতে বিষ্ণুকে দিবাভাগে স্নান করান নিষিদ্ধ। পদ্মপুরাণের বৈষ্ণবধর্ম্মকথন প্রসঙ্গে ইহাই উল্লেখ আছে যে—দ্বাদশীব্রতে একান্তনিষ্ঠা রাখিতে হইবে। স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডে সোপর্ণদ্বারকামাহাত্ম্যে ও চন্দ্রশর্ম্মার ভগবদ্ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে—"হে কৃষ্ণ! আজ হইতে আমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আপনি শ্রবণ করুন। সকল একাদশীতেই ভোজন করিব না এবং রাত্রে জাগরণ করিব, এবং মহাভক্তিপূর্ব্বক প্রতিদিন আপনার আরাধনা করিব। আর যদ্যপি তোমার বাসর অর্থাৎ একাদশী তিথিকে দশমী তিথি অর্দ্ধপল পরিমিত কালও স্পর্শ করে, তবে আমি সেই একাদশী তিথিকে পরিত্যাগ করিব, এবং তোমার প্রীতির জন্য আটটি মহাদ্বাদশীব্রত আমি অনুষ্ঠান করিব।" অতএব অগ্নিপুরাণেও উল্লেখ আছে—একাদশীতে ভোজন করিবে না, যেহেতু এই একাদশীব্রত বিষ্ণুসম্বন্ধান্বিত এবং অতিমহান্। গৌতমীয়পুরাণেও বর্ণিত আছে, যথা—যদি কোন বৈষ্ণব একাদশী তিথিতে অন্য আবেশে ভোজন করে, তবে তাহার বিষ্ণুপূজা ব্যর্থ এবং ঘোর নরকে পতিত হইয়া থাকে। মৎস্য ও ভবিষ্যপুরাণেও উল্লেখ আছে যে—একাদশীতে নিরাহার করিয়া দ্বাদশী দিনে ভোজন করিবে, সে শুক্লপক্ষের একাদশী হউক অথবা কৃষ্ণপক্ষের একাদশীই হউক—উভয়পক্ষের একাদশীই মহৎ বৈষ্ণবব্রত। স্কন্দপুরাণে উল্লেখ আছে—যে জন একাদশী ব্রতদিনে ভোজন করে, সে জন মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা এবং গুরুহত্যা প্রভৃতি না করিয়াও এইসব পাতকে পাতকী হয় এবং সে জনের কখনও বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তির আশা নাই। এস্থলে বিশেষ বুঝবার বিষয় এই যে—বৈষ্ণবগণের নিরাহার বলিতে মহাপ্রসাদ ত্যাগই বুঝিতে হইবে। যেহেতু বৈষ্ণবের মহাপ্রসাদ ভিন্ন অন্য বস্তু ভোজন সর্ব্বথাই নিষিদ্ধ। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উল্লেখ আছে—পত্র, পুষ্প, ফল, জল, অন্ন, ঔষধ প্রভৃতি পানীয় এবং অন্য যাহা যাহা ভোজনের জন্য কল্পিত হইবে, তৎসমুদয়ই বিষ্ণুকে নিবেদন না করিয়া ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে। বিষ্ণুকে নিবেদন না করিয়া মানুষ যদি কিছু ভোজন করে, তবে সে প্রায়শ্চিত্তার্হ হয়। সুতরাং সর্ব্বদা সর্ব্ববস্তুই বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া তবে ভোজন করিবে। এস্থলে এই প্রমাণ উল্লেখের তাৎপর্য্য এই যে—বৈষ্ণবগণ যখন মহাপ্রসাদ ভিন্ন অন্য কিছুই ভোজন করেন না, তখন একাদশীতে নিরাহার বলিতে মহাপ্রসাদ ত্যাগই বুঝিতে হইবে। একাদশী তিথিতে রাত্রে জাগরণের কথা স্কন্দপুরাণে উমা-মহেশ্বরসংবাদে উল্লেখ আছে—হরিবাসর দিনে যে জন জাগরণ করে না, তাহার সুকৃত (পুণ্য) নষ্ট হয় এবং বৈষ্ণবগণের